পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে স্পীকার পদে উদ্বোধনী ভাষণ

তারিখ ঃ ২৯-১০-১৯৬৩

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সম্মানিত মন্ত্রীগণ এবং আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ। এই দিনে আমি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ ও বিনয়াবনত চিত্তে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি তাঁর অসীম রহমতে আমাকে এই সম্মান দান করেছেন। আমার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি এবং আমাকে নিয়ে সবার প্রত্যাশা উপলব্ধি করছি। বাস্তবিক এই সংসদ যতটুকু সর্বোচ্চ সম্মান দিতে পারে তা আপনারা আমাকে দিয়েছেন। এই সংসদের সকল সম্মানিত সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন এবং সংসদ যে আস্থা স্থাপন করেছে তা মূল্যায়ন করার শক্তি এবং দৃষ্টি যেন তিনি আমাকে দান করেন। আমি আমার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং আমাকে এ সংসদের সর্বোচ্চ পদে বসানোর আপনাদের সিদ্ধান্তে এ সচেতনতাকে আরো তীব্র করেছে। আমি আরো সচেতন যে, আমার যা হওয়া উচিত আমার মাঝে প্রায়ই তার অভাব ঘটতে পারে। আমার এ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রারম্ভে জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশে বসবাসের সুযোগ এনে দিয়েছেন। আমি আরো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি সে সব মহান সন্তান-সন্ততির প্রতি যাঁরা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করতে, দেশের অধিকার রক্ষায় ও দেশ গড়ায় জীবন দিয়েছেন, দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করেছেন। আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে মরহুম মোহাম্মদ আলীর সেই পরিচিত ও বন্ধু বৎসল মুখখানা। বিফল জেনেও তাঁর দিক-নির্দেশনা পাবার আশায় আমি তাঁকে খুঁজে ফিরি যা তিনি আমাকে তাঁর সাহচর্যে থাকাকালীন সব সময় দিয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এই সম্মানিত পরিষদ একজন প্রখ্যাত সাংসদকে হারালো এবং দেশ হারালো এক মোহিনী, প্রজ্ঞাবান, দৃঢ় সংকল্প এবং

দেশপ্রেমিক নেতা। আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমার শুধু তাঁর স্মৃতিকে নিয়ে নয়, এই পরিষদে একজন নিবেদিত সদস্য হিসাবে তাঁর বিধবা স্ত্রীর উপস্থিতিতে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পাব।

স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত যে আমার মহান শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরী মৌলভী তমিজউদ্দিন খান আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর জীবদ্দশায় একজন রাজনৈতিক নেতা এবং শাসনতান্ত্রিক ও বিধান সম্পর্কিত ন্যায্যতার রক্ষাকবচ হিসাবে যে ঐতিহ্য তিনি স্থাপন করে গেছেন তা আমার কাছে অনুকরণীয় মানদণ্ড এবং অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁর অন্তরে যে শিখা নিত্য জ্বলেছিল তা সংসদীয় নীতিমালা এবং প্রয়োগের অন্ধকার গোলক ধাঁধাঁয় আমাদের সকলকে আলোকিত করবে। মৌলভী তমিজউদ্দিন যে মহান ঐতিহ্য রেখে গেছেন তা তুলে ধরা এবং টিকিয়ে রাখা হবে আমার নিত্য প্রচেষ্টা এবং উচ্চাশা। দেশ এবং সবাই আমার থেকে কি আশা করে তা কিছুক্ষণ আগে নেয়া পবিত্র শপথনামার নির্ভুল ও স্পষ্ট কথায় বিধৃত রয়েছে। এই শপথনামার শর্তানুযায়ী আমি আমার কার্যক্ষেত্রের আওতা নির্ধারণ করব এবং আমার ব্যক্তিগত আচরণের জন্য এক দৃঢ় অবলম্বনীয় অনুসারে ব্যবস্থা নেব। আমি সজাগ যে, কেউ সাফল্যের আশা নিয়ে এই পদে এলে তাঁকে অবশ্যই ব্যক্তিগত, দলীয় স্বার্থ এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বর্জন করতে হবে এবং সার্বিকভাবে এই সংসদের মহৎ স্বার্থে প্রত্যেক কিছু নিয়োজিত করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবমুক্ত এবং কোন নির্দিষ্ট সমস্যার প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করা কারো সম্ভব নয়। কারো রাজনৈতিক মতামত থাকতে পারে এবং তিনি তা ধরেও রাখতে পারেন। কারো বিদ্বেষ থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয় পরিষদের স্পীকার হিসাবে এবং কোন সদস্যের প্রতি আচরণে এর কোন স্থান থাকতে পারে না। ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, এই পদের সাথে সংশ্লিষ্ট মহান দায়িত্বকে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমি দৃঢ়ভাবে আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের সহায়করূপে এই সংসদে পরিচালনা করা হবে। আমার নিত্য প্রচেষ্টা এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অধিকার সুযোগ সুবিধা হবে আমার প্রথম উদ্যোগের বিষয়। তাঁরা বলে গেলেন, স্পীকার হচ্ছে সংসদীয় ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু। আমি জানি, মরহুম মৌলভী তমিজুদ্দিন খান, যিনি সকলের সন্তুষ্টি বিধান করে এই সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তাঁর বিপরীত অবস্থানে আমি অসুবিধায় পড়ব। কিন্তু আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, কোন বিদ্বেষ ব্যতীত– কায়েদে আজমের ভাষায়– কোন পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি পরিহার করে আমি সব সময় ন্যায়-নীতি এবং ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত হব। আমি আশাবাদী, এ

পরিষদে এমন ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটবে যা শুধু আমাদের কাছে বা পৃথিবীর অন্যান্য সংসদের কাছেও স্বাগত ও গ্রহণযোগ্য হবে। আইন প্রণয়নে জনগণের কণ্ঠের হাতিয়ার হিসাবে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমি যদ্দুর সম্ভব একে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করব।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্যভাবে এটা বুঝায় না যে প্রত্যেক ব্যাপারে বিরোধিতা করতে হবে। অনেক ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা থাকতে পারে এবং বিদ্বেষ পোষণ না করে তারা বিরোধিতা করবে এবং তিক্ততা ছাড়া পরাজয় মেনে নেবে। এ ধরনের চেতনা ক্রমবর্ধমানভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাবে। আমি আশাবাদী ও বিশ্বাস করি, সকল দলমত আন্তরিকতা ও সমঝোতার বিকাশ ঘটাবে এবং দেশের সার্বিক স্বার্থে একত্রে কাজ করবে। সার্বিক গুরুত্ব সহকারে আমি বলতে চাই যে, আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকব এবং এই সংসদের রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের মানোন্নয়ন করতে চেষ্টা করব। ন্যায্যভাবে চলতে আল্লাহ আমাকে শক্তি দান করুন! আমি এই সংসদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করব এবং আমি অতি আস্থাশীল যে আপনাদের সহযোগিতায় এই সংসদের বিধিকে কার্যকর করাতে এবং আমার উপর অর্পিত কঠিন কর্তব্য পালন করতে সক্ষম যে, এই সংসদের কার্যক্রম চালাতে আমাকে ন্যস্ত কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার উপর আমি নির্ভরশীল হব না। আমি আপনাদের শুভ চেতনা এবং সুবিবেচনার উপর নির্ভর করব। এ সংসদের চিন্তা চেতনাকে সফল ও লাভজনক বিষয়ে পরিণত করতে আমি আপনাদের সহায়তা ও সংকল্পের চেতনার উপার নির্ভর করব। যে আসনে আমি বসে আছি তার মালিক আমি নই। এটা এ সংসদের। আমি আশা করি, এ সংসদ, এই আসনের মর্যাদা, কার্যকারিতা এবং কর্তৃত্বকে সমুন্নত রাখবে। আমার সংশ্লিষ্টতা সাপেক্ষে এই সংসদের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকব। ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, এই আসনের মর্যাদা সমুন্নত রাখলে আপনাদের মর্যাদা রক্ষা হবে।

আমি মনে করি, ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনরূপে আমার দেশ সে লক্ষ্য জনতার গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ প্রতীক। যারা তাদের বিশ্বাস ও আদর্শ অনুসারে তাদের সৃষ্টি-সভ্যতা, প্রতিষ্ঠান এবং জীবনযাত্রার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে নিজেদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন এবং আনুগত্য স্বীকার করতে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছি। একজন নাগরিক ও রাজনৈতিককর্মী হিসাবে এটা সব সময় আমর ব্রত ছিল। ব্রত থাকবে উৎপত্তি ও নিবাস নির্বিশেষে জনগণের মাঝে বৃহত্তর সমঝোতা, বৃহত্তর অখণ্ডতা এবং বৃহত্তর ঐক্য আনয়ন করা। আমার নেতা কায়েদে আজম আমাকে শিখিয়েছিলেন, এটা আমার বিশ্বাসের বিষয় যে পাকিস্তান হচ্ছে পাক-

পাকিস্তানের প্রশ্ন জড়িত এই সংসদের সদস্যবৃন্দ অন্তরের অন্তঃস্থলে একইভাবে অনুভব করবেন, আর এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার সঠিক ধারণা।

আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বার্থ আদায়ের আন্দোলনে সুষ্ঠু প্রবল চাপের কথা আমি ভুলিনি। বাস্তবিক, ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ থেকে সৃষ্ট এ চাপ সাম্প্রতিককালে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ পরিষদে আমাদেরকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে থেকে এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে যাতে আঞ্চলিক স্বার্থ ও দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সমঝোতা ও মীমাংসা হয়। দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমতের সাথে এ পরিষদও নিঃসন্দেহে একমত হবেন যে, ব্যক্তি বিশেষের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে দলমতের সুখকর মিলন আনয়নে সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক অবদান রাখতে হবে যাতে একটি সুষম ও সুসামঞ্জস্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করা যায়। স্পীকার হিসাবে দায়িত্ব পালনে আমি সংবিধান এবং তদসংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে এবং একটি আদর্শ তথা পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা, কল্যাণ ও উন্নতি অর্জনে আমার সমস্ত শক্তি নিবেদিত হবে। আপনাদের উপস্থিতিতে যে শপথ নিয়েছি এ কথাগুলো তার অংশ এবং কতেকগুলো সত্যের প্রতীক হিসাবে এগুলো আমাদের চিন্তাধারা এবং সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করবে। আপনাদের অকপট সহযোগিতা নিয়ে এই কথাগুলো বাস্তবায়ন করতে মহান আল্লাহ আমাকে হিম্মত দান করুন! মহান আল্লাহ আমাকে সকল ব্যাপারে অকুতোভয় ও পক্ষপাতহীনভাবে ন্যায়বান হয়ে কাজ করতে ক্ষমতা দান করুন! এ সংসদের পবিত্র সুবিধা বা অধিকারসমূহ অনধিকার চর্চা করতে আমার ক্ষমতা সাকুল্যে আমি কাউকে সুযোগ দেব না। তর্ক-আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম চালনায় অন্য কোন কিছু বিবেচ্য না হয়ে এই পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিধিমালা হবে নির্ধারণী নিয়ম। আমার কাছে এই সংসদের প্রত্যেক মুহূর্ত হবে পবিত্রতার মুহূর্ত এবং প্রতিটি মুহূর্তকে আমি যে কোন ধরনের আইন লংঘন থেকে রক্ষা করব। কেবল জাতির দৃষ্টির নয়, সারা দুনিয়ার দৃষ্টির আলোকের উপর সব সময় নিবদ্ধ। জনগণ আমাদেরকে দেখেছে এবং এটাও তাদের দৃষ্টিগোচর যে আমরা মর্যাদা ও যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি এবং উদ্ভাবন শক্তি, দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে চালিত হতে হবে। আমরা কিভাবে কথা বলছি এটা কোন ব্যাপা নয়। ব্যাপার হলো, কথা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করছি এটার চেয়ে আমাদের কাজ-কর্মের ফলাফল হচ্ছে আসল কথা। এ কর্মফল দিয়ে আজ এবং আগামীকালে আমাদের বিচার করা

আমরা মহান ঐতিহ্যে ঐতিহাসিক আন্দোলনের একটি অংশ যার প্রতি পদে গোটা দেশের জন্য এক চরম তাৎপর্য রয়েছে। জনগণের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা আমাদের কাজকে অনেক জটিল আর গুরুত্বপূর্ণ করেছে। মিলিত চিন্তাধারায় এবং আচরণে আমরা গোটা দেশের জন্য একক আদর্শ এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যা কিছু অনুসরণীয় তা নির্দেশ করতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত আছি। আমরা তাদের জন্য একটি সম্পদ রেখে যাব যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করবে। আমরা এক সংকটময় সময় অতিক্রম করছি, যা মানবতার জন্য ইতিহাসে অভূতপূর্বভাবে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে অধিক জটিল এবং উত্তমরূপ ধারণ করেছে। বিবদমান মতাদর্শগুলো ভয়ানক ক্ষমতাধর অবস্থান নিচ্ছে যাদের মধ্যে মীমাংসা না হলে মানবজাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ঠেলে দেবে। প্রতিটা মতাদর্শের ভিতর রয়েছে সহিংস এবং নির্মম শক্তি। সম্পতি আমরা দেখেছি একজন মহান নেতা, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সাম্যে একান্ত বিশ্বাসী ঘাতকের বুলেটের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে সম্মানজনক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মহান রাষ্ট্রপতিকে যিনি তাঁর স্বল্পকালীন সময়ে মানবতার সুখ সমৃদ্ধির জন্য স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন।

ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, দেশের অভ্যন্তরে আমাদের সমস্যা আছে। আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্মুখে প্রত্যেক দিক দিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে। রোগের চ্যালেঞ্জ, নিরক্ষতার চ্যালেঞ্জ এবং নৈতিক মূল্যবোধহীনতার চ্যালেঞ্জ। জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমরা আইন তৈরী করেছি এবং একই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করব। আমরা চাই গুণী ব্যক্তি। সকল জরুরী চাহিদা মিটাতে সময়ের প্রয়োজন গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তি। আমরা যদি পাকিস্তানের আদর্শকে অর্থবহ করে তুলতে চাই, যে লাখো সন্তান পাকিস্তান গড়ে তুলতে জীবন দিয়েছিল তাদের শাহাদাতকে যদি অর্থবহ করে তুলতে চাই, তাহলে যে মূল্যবোধ আমাদের ছিল তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, মতপার্থক্য আমাদের থাকবে। সমালোচনা আমাদের থাকবে, কিন্তু দেশ গড়ে তুলতে মৌলিক প্রশ্নে আসুন আমরা পারস্পরিক কলহ বিবাদ ভুলে একত্রিত হয়ে দেশকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করি। এই সংসদ গোটা দেশের স্বনামধন্য গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। যদি তারা দেশকে সর্বোৎকৃষ্ট কিছু দেন, দেশও উত্তম কিছু দেবে। আর বিফল হলে দেশও রসাতলে যাবে। আর ভুল করলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আসুন, আমরা মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ভুল না করি। আসুন, দেশের স্বার্থ বিজড়িত

মৌলিক বিষয়ে এবং জাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা ইতস্তত না করি। ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, আমাদরেকে রোগ থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে। অভাবের মধ্যে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদেরকে এখনো আরো অনেক কিছু অর্জন করতে হবে এবং আমাদেরকে শিল্পে অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমসহ আমাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সঠিক জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। এই সংসদে আমাদের রীতি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হবে। এই রীতি যাতে গড়ে উঠে আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। শুধু আমরা নই, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও এই রীতি নিয়ে গর্ববোধ করবে। আমরা যখন এখানে থাকব না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্মান এবং প্রশংসার সাথে আমাদেরকে স্মরণ করবে। হয়তো, সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ স্তুতিমূলক শব্দসম্ভার দিয়ে আমাদের কথা স্মরণ করবেন। ঐ প্রজ্ঞা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের আশীর্বাদ করুন! আল্লাহ্ আমাদের ঐ আন্তরিকতা দান করে আশীর্বাদ করুন! ঐ ধরনের পথ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে সংসদের অভ্যন্তরে আমাদের ঐতিহ্য এবং সংসদের বাইরে আমাদের রাজনৈতিক আচরণ এমনকি উন্নত বিশ্বেও একটি আদর্শ হতে পারে।

ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ, এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তে আমি কাশ্মীরের জনগণের নিয়তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। তারা এখনও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে পারেনি। আমি আশাবাদী, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিধায়কগণ স্পষ্ট কথা বলার ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে। এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্তরকে তোয়াক্কা না করে তাঁরা কাশ্মীরের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মঞ্জুর করতে এবং জনগণকে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ক্ষমতাসীন মহলকে প্রভাবিত করবেন। এই সংসদে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেন দেখতে পাই কাশ্মিরী জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার পেয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সম্মানিত সংসদ আমার সাথে গভীর অনুভূতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে।

ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ,এই মুহূর্তে আমার বিপুলতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমার বিশ্বাস, এই সকালে সংসদে বক্তব্য রেখে অনেক জ্ঞানার্জন করেছি এবং সকলের ভাবানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। যে উপদেশ পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। উৎসাহ এবং সহানুভূতি পেয়ে আমি আনন্দিত এবং এ জন্য কৃতজ্ঞ যে সৎ পরামর্শও আমি পেয়েছি। আমি যখন আপনাদের দিকে তাকাই তখন আমার মনে হয় আমি আপনাদেরই একজন। যখন আপনাদেরকে চেয়ারে আসীন অবস্থায় দেখি, আমার মনে হয় যে, সংসদের মর্যাদার রক্ষাকবচ অর্থাৎ সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ আমার

চেয়ারের সম্মান রক্ষা করবেন। বক্তব্য শেষ করার আগে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের দেশকে বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়তে চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা করতে হবে, যা আমি বিস্তারিত বলেছি। এগুলো ছাড়াও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদেরকে সমাধা করতে হবে। সমঝোতা, সহযোগিতার চেতনা এবং সর্বোপরি দৃঢ়বিশ্বাস দিয়ে আমরা এই দেশকে সর্বাধিক উন্নত, সর্বাধিক মর্যাদাশীল এবং সবচেয়ে জ্ঞানালোকিত দেশ হিসাবে গড়তে পারি। একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ এবং আমার কোন ব্যক্তিগত মতামতকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন। আমার বিনীত অনুরোধ, কোন সময় কর্তব্য সম্পাদনকালে কোন সদস্যের মনে আঘাত দিলে, আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না এবং আমাকে ভুল বুঝবেন না, বরং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করবেন। পাকিস্তানের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, আল্লাহ্ সকলকে আশীর্বাদ করুন এবং সংসদের কার্যক্রম চালাতে আল্লাহ্ আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন!